তাবিথ আউয়ালের পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী ইশতেহার

বিসমিল্লাহ হির রাহ্মানির রাহিম
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মেয়র নির্বাচন - ২০১৫
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি,নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতিমুক্ত ও বাসযোগ্য আদর্শ ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে

সম্মানিত নগরবাসী,
আপনারা সকলে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। এ মুহূর্তে তাদের আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সেইসব বীর শহীদদের যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম এই বাংলাদেশ। সেইসাথে শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত সকল জাতীয় নেতা, বীরাংগনা এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধাদের। আপনারা ইতোমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন যে আগামী ২৮ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অবহেলিত জনগণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাসযোগ্য একটি আদর্শ ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রাক্কালে আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় ভাই ও বোনেরা,
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐতিহ্যবাহী আর ইতিহাস সমৃদ্ধ আমাদের এই ঢাকা মহানগরী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জরিপে আজ বাসের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই পটভূমিকায় প্রবীণের অভিজ্ঞতা আর তারুন্যের অফুরন্ত প্রাণশক্তি কাজে লাগিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের পথচলা। ঢাকা উত্তরকে গড়তে চাই আধুনিক, বাসযোগ্য এবং আদর্শ নগরী হিসেবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমার বিনম্র অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি এবং আপনাদের সদয় সমর্থন এবং আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

(১) খাদ্য

- ভেজাল খাদ্য বিক্রয় রোধে এবং মানসম্মত খাবার বিক্রয় নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- কৃষক ও ভোক্তাসাধারণের সুবিধার্থে নগরীর বিভিন্ন প্রবেশ পথ ও অন্যান্য গুরূত্বপূর্ণ স্থানে নাইট মার্কেট/ ফামার্স মার্কেট স্থাপন
- জাপানের মত করে আরবান এগ্রিকালচার বা ‘নগর কৃষি’ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া।
- সুলভে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ওয়াসার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন সম্ভাব্য জনসমাগম জায়গায় ‘ফুড কোর্ট’ তৈরি করা এবং রাস্তায় যত্রতত্র খাবারের দোকানগুলিকে সেখানে স্থানান্তরে ব্যবস্থা নেয়া।

(2) বাসস্থান

- সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত জটিলতা, দুর্নীতি এবং নাগরিক হয়রানি বন্ধ করা। এবং এলক্ষ্যে নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে মোবাইল অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া।

• শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য মানসম্মত এবং স্বল্প ভাড়ার আবাসন প্রকল্প গ্রহন করা। এ ব্যাপারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

• নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কল্পে প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ঠ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা।

• বায়ু, শব্দ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সোর্স কন্ট্রোল' বা উৎস নিয়ন্ত্রনে জোর দেয়া।

(3) চিকিৎসা

• প্রতিটি পার্কে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ অত্যাধুনিক হেলথ্ চেকআপ বুথ নির্মাণ করা

• স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং মোবাইল চিকিৎসা সার্ভিস সুবিধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে কাজ করা।

• ঢাকার বিদ্যমান মাতৃসদনগুলোকে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

• সিটি করপোরেশনের কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে মহিলাদের মাতৃত্বকালীন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত সব শিশুর বিনা খরচে চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

(4) শিক্ষা

• স্কুল শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও যানজটমুক্ত পরিবহনের জন্য বিশেষ বিশেষ আধুনিক সিটি স্কুল বাস সার্ভিস চালু করা এবং এজন্যে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

• সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার ভিত্তিক বয়স্ক, দরিদ্র নাগরিকদের জন্যে ভলান্টারী ভিত্তিক বিনামূল্যে কোর্স যেমন কম্পিউটার, ইংরেজী শিক্ষার এর ব্যবস্থা করা।

• কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে 'নোলেজ সেন্টার' গড়ে তোলা।

• ঢাকা উত্তরের জন্য একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে উদ্যোগ নেয়া।

• প্রতিটা ওয়ার্ডে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় ভালোমানের প্রাথমিক স্কুল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া।

• শিক্ষায় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইমারী, জুনিয়র ও সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিবছর "সিটি স্কলারশিপ" প্রদান।

• প্রতিটি ওয়ার্ডে ন্যূনতম ১টি ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা।

(5) যানজট নিরসন ও যানবাহন সুবিধা

• ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রধান সড়ক ও ওয়ার্ডসমূহের আভ্যন্তরীন রাস্তাঘাটের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জরুরি সংস্কার ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা MÖn Y করা।

• পর্যাপ্ত ও পরিচ্ছন্ন ফুটপাতের ব্যবস্থাগ্রহন এবং কার্যকর কল্পে বিভিন্ন আইনসম্মত ব্যবস্থা MÖn Y করা।

• বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশানে অধিক সংখ্যক ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ এবং নাগরিকদের সেসব ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্যে ফুট ওভারব্রীজগুলোতে পর্যায়ক্রমে এলিভেটর/এস্কেলটর স্থাপন করা।

• রাস্তায় যত্রতত্র পার্কিং ঠেকাতে নতুন ভবন নির্মান অনুমোদনের ব্যাপারে রাজউককে 'ট্রাফিক ইমপ্যাক্ট' কে গুরুত্বের সাথে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

• নগরীর বিভিন্ন বানিজ্যিকভাবে গুরূত্বপূর্ন স্থানে পার্কিং লট নির্মাণসহ বহুতল গাড়ি পার্কিং সুবিধা গড়ে তোলা।

• টংগী হতে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত অত্যাধুনিক কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালুর কার্যকর উদ্যোগ নেয়া।

- রাস্তার পাশে 'বাস বে' ও অত্যাধুনিক যাত্রী ছাউনি / বিশ্রামাগার নির্মাণ করা।
- গনপরিবহন যেন যত্রতত্র যাত্রী ওঠা-নামা না করে সে ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া।
- গনপরিবহন হিসেবে 'বাস' গুলোকে আরো মানসম্মত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া। এর অংশ হিসেবে নতুন, পরিবেশ বান্ধব, দ্বিতল এবং বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা সমৃদ্ধ বাস চালুর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ঠ বাসমালিকদের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া।
- রাজউকের পরিকল্পনা মোতাবেক ঢাকা মহানগরের চারিদিকে বৃত্তাকার যে সড়কের প্রস্তাব করেছে, তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া।
- পর্যটকদের কথা চিন্তা করে মানসম্মত ট্যাক্সিক্যাব চালু করা।
- বিমানবন্দর হতে প্রবাসী যাত্রীদের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা।
- সর্বতোভাবে গণপরিবহনমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথোরিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।
- ঢাকার চারপাশের নদীপথ গুলোকে কার্যকর করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া।
- সড়ক ও জনপথের বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন স্থানে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ও আন্ডারপাস নির্মানের উদ্যোগ নেয়া।
- পথচারীদের সহজে বিভিন্ন স্থানে চলাচলের জন্য মুম্বাইয়ের মতো স্কাই ওয়াক চালু করা।

(6) নগর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন

- পয়ঃনিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে নিয়মিতভাবে ড্রেন পরিস্কারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন। ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াসা'র সাথে সমন্বয় করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া।
- রাত ১২টা হতে ভোর ৫টার মধ্যেই আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতে বিশ্বের জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কনসেপ্টের ব্যাপকভাবে চালু করা। এবং এলক্ষ্যে উৎস নিয়ন্ত্রণে জোর দেয়া।
- নিবিড় বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকাকে পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকায় রূপান্তর করা। এক্ষেত্রে নগরের অভ্যন্তরে কোনো জমি ফাঁকা পড়ে থাকলে তাতে কৃষি কাজে উৎসাহ দেয়া এবং কমিউনিটি লেভেলে স্বেচ্ছাসেবায় সবুজায়নের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নগর উন্নয়ন,পরিবেশ রক্ষা, বর্জ্য অপসারণ, আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণ-নবীন বিশেষজ্ঞ সমন্বয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং তাদের পরামর্শ মতো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
- পরিবেশ বান্ধব দালানের জন্যে সিটি কর্পোরেশন থেকে বিশেষ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রণোদনা (ইনসেন্টিভ) প্রদান করা।

(7) সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

- জন্মমৃত্যু সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য সব ধরণের নাগরিক সেবা তাৎক্ষনিক প্রদানের জন্য 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' চালু করা।
- প্রতিবন্ধীদের সেবার জন্য বাস, রেল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী বিশেষ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।
- সিটি করপোরেশন কার্যক্রমের স্বচ্ছতার লক্ষে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা।
- পর্যাপ্ত সংখ্যক ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা। এবং সামাজিক উন্নয়ন ও বন্ধন দৃঢ় করতে ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ নেয়া।

- নিয়মিতভাবে ওয়ার্ডভিত্তিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর সমাধানে ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেয়া।
- ওয়ার্ডভিত্তিক মতবিনিময় সভায় শিশু-কিশোর, তরুণ ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক বৈষম্য নিরসন কল্পে কাজ করা।
- আশ্রয়হীন শিশু ও মহিলাদের জন্য রাত্রিকালীন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- মহিলাদের জন্য পৃথক পাবলিক পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি ওয়ার্ডে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন ও কর্মস্থলে 'ডে-কেয়ার' সেন্টার বানানোর কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া।
- গার্মেন্টস, বাস-ট্রাক-রিক্সা ও হোটেল শ্রমিকসহ সকল শ্রমজীবীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে নিরলস ভাবে কাজ করা। তাদের নিয়ে বছরে অন্তত একবার একটি বিশেষ দিন পালন করা।
- ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে নিয়ে প্রতিবছর 'নিজের অধিকার জানুন' নামে কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন।
- নাগরিকদের জন্য পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বীমার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা

(৪) আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত-বিনোদন ও জনস্বাস্থ্য

- নগর বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ এবং শহরের এক ঘেয়েমী মুক্তির উপায় হিসেবে রাজউকের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নগরে প্রচুর পরিমাণ 'গণপরিসর ও উন্মুক্ত স্থান' নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া।
- হাতিরঝিলকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিনোদনমূলক নৌকা চালানোর ব্যবস্থা, মাছ ধরা এবং কেবল কারের ব্যবস্থা নেয়া।
- ঢাকার চারপাশের নদীপথ সংস্কারের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নৌযান চালু করার মাধ্যমে 'নৌ-পর্যটন' ব্যবস্থা নেয়া।
- প্রতি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, পার্ক এবং নিয়মিতভাবে খেলাধুলার প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা নেয়া।
- আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা স্থাপন করা।
- নিয়মিত ঔষধ ছিটানো ও ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের মাধ্যমে মশার উপদ্রব লাঘব করা।
- মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা।
- প্রধান প্রধান 'বাস বে' এর সাথে অন্তত একটি টয়লেট স্থাপন নিশ্চিত করা।
- নগরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং পর্যটকদের জন্যে বিনামূল্যে ট্যুরের ব্যবস্থা নেয়া।

(9) ডিজিটাল সেবা

- বিভিন্ন ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা মুঠোফোন কোম্পানির সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে বিনামূল্যে ওয়াই ফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট এর সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান বা খেলা দেখার জন্যে জায়ান্ট স্ক্রীনের ব্যবস্থা করা।
- অধিক সংখ্যক সাইবার সেন্টার স্থাপন করে স্বল্প খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা।
- সিটি কর্পোরেশনের সমস্ত প্রক্রিয়া এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় অনলাইন সিস্টেমের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেয়া।

- নগরীর জনসমাগমস্থলে শেয়ার বাজার দর সম্বলিত ওভারহেড ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা।

(1 0) জন নিরাপত্তা

- প্রতিটি সড়ক, লেন ও বাইলেনে পর্যায়ক্রমে সিসিটিভি স্থাপন করা।
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- রেল স্টেশন / বাস টার্মিনাল / লঞ্চঘাটে গভীর রাতে পৌঁছানো যাত্রীদের সুবিধা†র্থ রাত্রিকালীন নিরাপদ বাস সার্ভিস চালু করা।
- নগরীর স্ট্রিটলাইট সমূহের আধুনিকায়নের (যেমন: এল ই ডি লাইট) মাধ্যমে আলোকিত ঢাকা নিশ্চিত করা।
- জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের সহযোগিতায় এলাকাভিত্তিক 'ক্রাইম ম্যাপিং' প্রণয়ন এবং অপরাধমুক্ত নগর সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

(1 1) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ` a“Z সহায়তা পৌছানোর লক্ষে¨ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরি করা।
- যেকোন ভয়াবহ দুঘটনার সময়ে সিটি কর্পোরেশনের একটা দ্রুত ‘সারভিল্যান্স টীম’ গঠন করা।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পীড়িত মানুষ বিশেষত মহিলাদের জন্য মানসিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

(1 2) নগর প্রশাসন

- সিটি করপোরেশনের জোনাল কার্যালয়গুলোকে অধিকতর ক্ষমতায়ন করা।
- ওয়ার্ডভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ করা।
- সমন্বিত ও কার্যকর নগর সরকার ধারনার বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নাগরিক সুবিধার জন্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্থাপনা ‘একশান এরিয়া প্ল্যানের’ মাধ্যমে রাজউকের মাস্টার প্ল্যানের আওতায় করা।
- আয় বৃদ্ধির জন্যে সিটি কর্পোরেশনের অধীনে আরো বানিজ্যিক কেন্দ্র বানানোর উদ্যোগ নেয়া।

প্রিয় নগরবাসী

আমি আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই সন্তান, আপনাদের দোয়া ও আশীর্বাদ-ই হোক আমার আগামীতে চলার পাথেয়। আমি একান্তভাবে আশাকরি যে, আসন্ন এ মেয়র নির্বাচনে আমাকে বাস মার্কায় আপনার মূল্যবান ভোটটি দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন।

আপনাদের সহযোগিতা ও সক্রিয় সর্মথন পেলে আদর্শ ঢাকা গড়ার ক্ষেত্রে আমার পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আপনার ও আপনাদের পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

তাবিথ আউয়াল।

তথ্যসূত্র:

http://www.natunbarta.com/city%20corporation%20election/2015/04/16/124099/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A5+%E0%A6%86%E0%A6%89%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97+%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%80+%E0%A6%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0